দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস সম্পর্কে অন্ধকারে ঢাবির শিক্ষার্থীরা

নানা কারণে দীর্ঘ ১৮ বছর দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে না : এবার নেয়া হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচী

শাহজাহান শুভ : 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা এক প্রকার অন্ধকারে রয়েছে। নানা কারণে দীর্ঘ ১৮ বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে না। এ বছর কর্তৃপক্ষ জাঁকজমকভাবে দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য নানা কর্মসূচী

হাতে নিয়েছে। আগামী ১ জুলাই দিবসটি উদ্‌যাপিত হবে। দিবসটিকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। সমাবর্তনের পর যে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য দিবস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ দিনটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকদের মিলনমেলা বসে। দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে।

সর্বশেষ ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। সে সময় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপিত হয় বলে জানা গেছে। এরপর বিগত ১৮ বছরে এ অনুষ্ঠান হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতা ও অসহযোগিতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন হয়নি। ১৯৮৯ সালে সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের সময় চ্যান্সেলর ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ছিলেন যথাক্রমে প্রফেসর আব্দুল মান্নান, প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আব্দুল্লাহ ফারুক। ১৮ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ছিল ২৩ হাজার ৭৫৪ জন। শিক্ষক ছিলেন ১ হাজার ১৪৩ জন। নির্মাণাধীন একটিসহ ১৫টি হল, ১০টি অনুষদ, ৭টি ইনস্টিটিউট, ৩৬টি বিভাগ, ২১৩টি উপাদানকল্প ও অধিভুক্ত কলেজ ছিল।

আগামী ১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে সপ্তমবারের মতো এ দিবসটি উদযাপিত হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে কোন নির্বাচিত সরকারের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন হয়নি। ১৯৮৩ সালের ৮ জানুয়ারী সামরিক সরকারের সময়ে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হয়। এরপর ১৯৮৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ সালের ১ এপ্রিল এবং সর্বশেষ ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হয়।

এবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদকে আহবায়ক ও জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক আশরাফ আলী খানকে সদস্য সচিব করে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) কমিটির সভায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের চূড়ান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কার্যক্রমের সূচনা হবে সকাল ১০টায় আলোচনা সভার মাধ্যমে। এরআগে দর্শনার্থীরা টিএসসি মিলনায়তনে জড়ো হবেন। ট্রেজারারের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি, বর্তমান ভিসি ও প্রো-ভিসি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। বেলা ১১টায় টিএসসি প্রাঙ্গণে রং-বেরঙের বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং তার নেতৃত্বে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অভ্যাগত অতিথি এবং হলের ব্যানারে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় টিএসসিতে এসে র‍্যালি শেষ হবে। বেলা ১২টায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির (ডিইউডিএস) আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' বিতর্ক অনুষ্ঠান। দুপুর ১টায় বিজ্ঞান ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ডিএনএ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে।

সকল আবাসিক হল ও হোস্টেলের ক্যান্টিন ও ম্যাসে উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। দুপুর ২টা থেকে অভিভাবক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও হল পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও প্রভোস্ট এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের আয়োজনে দুটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ভিসি একাদশ বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন সভাপতি একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী একাদশ বনাম বর্তমান একাদশ লড়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সৌজন্যে সন্ধ্যা ৭টায় টিএসসিতে অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্ট। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন সম্পর্কে ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, প্রতিবছরই দিবসটি উদযাপন করা দরকার। কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তা সম্ভব হয় না।